সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় নহে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ

প্রকাশ: ১৩ মার্চ ২৩ । ০০:০০ | আপডেট: ১৩ মার্চ ২৩ । ০৪:৩০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সম্পাদকীয়

ছবি: ফাইল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনা যেরূপ মাত্রা ধারণ করিয়াছি, উহা হতাশাজনক। তুচ্ছ ঘটনা লইয়া অন্তত দুইশ জনের আহত হওয়াই প্রমাণ করিতেছে মূল সমস্যা কতটা গভীরে। রবিবার প্রকাশিত সমকালের প্রতিবেদন অনুসারে, সংঘর্ষে কাহারও মস্তক বিদীর্ণ, কাহারও চক্ষু আঘাতপ্রাপ্ত, কাহারও মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত। শনিবার রাতে রাজশাহীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িক শান্ত হইলেও রবিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক এবং উপাচার্যকে অবরোধ করিয়াছিল। অবশেষে শিক্ষার্থীরা অবরোধ প্রত্যাহার করিলেও ইহা স্পষ্ট— বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।

বস্তুত স্থানীয়দের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিবাদ ইহাই প্রথম নহে। ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থানীয়দের সহিত সংঘর্ষের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। শনিবার রাজশাহীতে সর্বশেষ অঘটনের সূত্রপাত ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়টির এক শিক্ষার্থী নীলফামারী হইতে বাসে আসিবার সময় বাসচালকের সহকারীর সহিত আসন লইয়া বচসার জের ধরিয়া। বাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে পৌঁছাইলে ওই শিক্ষার্থীর সহিত পুনরায় বাগ্‌বিতণ্ডাকালে স্থানীয় এক দোকানদার জড়িত হইয়া পড়িলে সংঘাতটি স্থানীয়-অস্থানীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা দেখিয়াছি, পরিবহন শ্রমিকদের সহিত প্রায়শ শিক্ষার্থীদের বিবাদের ঘটনা ঘটে। কখনও ভাড়া সংক্রান্ত, কখনও আসন লইয়া রাজধানী ও ইহার বাহিরেও এমনটা হইয়া থাকে। উভয়েরই অনড় অবস্থানের কারণে তুচ্ছ ঘটনা উচ্চ মার্গে উপনীত হয়। একই সঙ্গে এমন বাদানুবাদ প্রত্যক্ষকারীদেরও উচিত হইবে সমাধানের জন্য উভয় পক্ষকে শান্ত করা। কিন্তু স্ফুলিঙ্গে জল সিঞ্চনের পরিবর্তে কেরোসিন দিলে উহার পরিণতির বড় প্রমাণ রাজশাহীর শনিবারের অঘটন।

গত বৎসর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহিত স্থানীয়দের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সেখানে ভাড়া লইয়া সহকারীর সহিত কথা কাটাকাটির জেরে শিক্ষার্থীরা বাস আটকাইলে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে স্থানীয়রা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বারংবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে স্থানীয়দের অবস্থান গ্রহণই প্রমাণ করে– তাহারা শিক্ষার্থীদের উপর কতটা ক্ষুব্ধ। সন্নিহিত স্থানে অবস্থান হেতু স্থানীয়দের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সদ্ভাব যথায় জরুরি, তথায় বিপরীত চিত্র কেন? অভিযোগ রহিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ, চাঁদাবাজিসহ নানা কারণে স্থানীয়রা তাহাদের প্রতিপক্ষ জ্ঞান করিয়া থাকে। আমরা মনে করি, স্থানীয়দের সহিত সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় শনিবার অপরাহ্ণ হইতে দফায় দফায় সংঘর্ষ, দীর্ঘক্ষণ চলা সংঘাত এবং বিপুল সংখ্যক আহত হইবার পশ্চাতে অন্য কাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে কিনা, তাহাতে যেমন গভীর দৃষ্টিপাত আবশ্যক, অনুরূপভাবে ইহাতে আনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়াবাড়ি রহিয়াছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধান জরুরি। সাধারণ শিক্ষার্থীরা আলোচ্য বিষয়ে কতিপয় দাবি জানাইয়াছে– হামলাকারী স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সদস্যদের বিচার; বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়কে শতভাগ আবাসিকে রূপান্তর; আহত শিক্ষার্থীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।

আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের যৌক্তিক দাবি মানিয়া লইবে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। তজ্জন্য এই ঘটনার দায় তাহারা উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বিস্মিত, এ ঘটনায় তাহারা সম্পাদকীয় রচনাকাল পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদেক্ষপ গ্রহণ করে নাই। এমনকি কোনো তদন্ত কমিটিও তাহাদিগের দ্বারা গঠিত হয় নাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু মামলা করিয়াছে। ইহার অর্থ,

সংশ্লিষ্টরা প্রশাসনিক পন্থাতেই বিষয়টির সমাধান করিতে চাহেন। আমাদের প্রত্যাশা, স্থানীয় দায়িত্বশীলদের সহযোগে ইহার সমাধান কীরূপে আসিতে পারে, সেই পথও উন্মুক্ত থাকুক। স্মর্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নহে।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২৩

সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com